

প্রথম অধ্যায়
চাকুরীবিধি-২০২১

১। জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের বিদ্যমান চাকুরীবিধির কোন সুস্পষ্ট বিধিমালা না থাকার কারণে নিম্নরূপভাবে চাকুরীবিধি প্রণয়ন করা হলো:

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।

- ক। এই চাকুরীবিধি “জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ চাকুরীবিধি - ২০২১” নামে অভিহিত হবে।
- খ। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।
- গ। এটি জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এর সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞা। এই বিধিতে মূল প্রতিপাদ্যের পরিপন্থি কোন কিছু বিবৃত না থাকলে-

- ক। ‘চাকুরীবিধি’ বলতে জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের চাকুরীবিধিকে বুঝাবে।
- খ। ‘পরিচালনা পর্ষদ’ বলতে জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাবে।
- গ। ‘কর্তৃপক্ষ / নিয়োগ কর্তৃপক্ষ’ বলতে অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাবে।
- ঘ। ‘প্রতিষ্ঠান’ বলতে জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজকে বুঝাবে।
- ঙ। ‘অধ্যক্ষ’ বলতে স্কুল ও কলেজের প্রধান একাডেমিক ও নির্বাহী কর্মকর্তাকে বুঝাবে।
- চ। ‘প্রধান সমন্বয়কারী’ বলতে কলেজ শাখা ও স্কুল শাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়কারীকে বুঝাবে।
- ছ। ‘শিক্ষক’ বলতে স্থায়ী, অস্থায়ী ও খণ্ডকালীন স্কুল ও কলেজ উভয় শাখার শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত সকলকে এবং প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক, ইন্সট্রাক্টর, প্রদর্শক ও শরীরচর্চা শিক্ষকগণকে বুঝাবে।
- জ। ‘কর্মকর্তা’ বলতে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নয় এমন প্রারম্ভিক গ্রেড ৯ম থেকে ১১শ গ্রেডভুক্ত সকল কর্মকর্তাকে বুঝাবে।
- ঝ। ‘কর্মচারী’ বলতে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক গ্রেড ১২শ থেকে ২০শ গ্রেডভুক্ত সকল কর্মচারীকে বুঝাবে।
- ঞ। ‘নিয়োগ বোর্ড’ বলতে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের নিমিত্তে বিধি মোতাবেক গঠিত নিয়োগ কমিটিকে বুঝাবে।
- ট। ‘অধ্যাদেশ’ বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৩৩নং অধ্যাদেশ) বুঝাবে।
- ঠ। ‘আপিল ও সালিশি’ কমিটি বলতে অধ্যাদেশের ১৯ ধারা অনুযায়ী গঠিত আপিল ও সালিশি কমিটিকে বুঝাবে।
- ড। ‘বোর্ড’ বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডকে বুঝাবে।
- ঢ। ‘বেতন’ বলতে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে মূলবেতন পান তাকে বুঝাবে।
- ণ। ‘ভাতা’ বলতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদেয় বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা, যাতায়াত, উৎসব, উৎসাহ, টিফিন, ধৌত, বিনোদন, আপ্যায়ন, ভ্রমণ, দৈনিক ভাতা ইত্যাদি আর্থিক সুবিধাকে বুঝাবে।
- ত। ‘ছুটি’ বলতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে কর্তব্য কর্মে অনুপস্থিত থাকাকে বুঝাবে।
- থ। ‘বিভাগীয় প্রার্থী’ বলতে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অবস্থায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীকে বুঝাবে।
- দ। ‘স্কুল শাখার প্রার্থী’ বলতে বেতন ভাতাদি অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত চাকুরীরত অবস্থায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখায় নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীকে বুঝাবে।

৪। নিয়োগবিধি।

ক। নিয়োগ।

- (১) পরিচালনা পর্ষদ অধ্যক্ষ (সামরিক ব্যতীত) ও উপাধ্যক্ষসহ অন্যান্য সকল শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, প্রশিক্ষক, প্রদর্শক, শরীরচর্চা শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন।
- (২) অধ্যক্ষ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করবেন।
- (৩) সকল নিয়োগ জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশক্রমে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

খ। স্থায়ী শিক্ষক / কর্মকর্তা নিয়োগ বোর্ড। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নোক্ত রূপে নিয়োগ বোর্ড গঠিত হবে:

- | | |
|---|--------------|
| (১) পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি | - সভাপতি |
| (২) স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষ | - সদস্য সচিব |
| (৩) পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (০১ জন) | - সদস্য |
| (৪) পরিচালনা পর্ষদের বিদ্যোৎসাহী সদস্য (০১ জন) | - সদস্য |
| (৫) অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ০২ জন বিষয়ভিত্তিক সিনিয়র / সহকারী শিক্ষক | - সদস্য |

গ। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বোর্ড। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নোক্তরূপে নিয়োগ বোর্ড গঠিত হবে:

- | | |
|--|----------|
| (১) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি। | |
| (২) স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ | - সভাপতি |
| (৩) কলেজের উপাধ্যক্ষ (কলেজে নিয়োগের ক্ষেত্রে) / স্কুলের উপাধ্যক্ষ (স্কুলে নিয়োগের ক্ষেত্রে) | - সদস্য |
| (৪) কলেজ শাখায় নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান | - সদস্য |
| (৫) অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ০২ জন বিষয়ভিত্তিক সিনিয়র / সহকারী শিক্ষক (কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে) / প্রশাসনিক কর্মকর্তা (কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে) | - সদস্য |

৫। নিয়োগপত্র ও শর্তাবলি। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ / পদোন্নতির ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ নিয়োগপত্র প্রদান করবেন এবং এ নিয়োগপত্রে বেতনক্রম, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলি উল্লেখ থাকবে। শর্ত থাকে যে, চুক্তিভিত্তিক / খণ্ডকালীন নিয়োগের ক্ষেত্রে কতদিনের জন্য নিয়োগ করা হলো এবং স্থায়ী নিয়োগ / পদোন্নতির ক্ষেত্রে কতদিনের জন্য শিক্ষানবিশকাল থাকবে তা উল্লেখ করতে হবে।

৬। শিক্ষানবিশ মেয়াদকাল।

(ক) শিক্ষানবিশকাল ন্যূনতম ০১ (এক) বছর হবে। তবে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এ মেয়াদ ৬ মাস হবে।

(খ) সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল শেষ হলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্থায়ীভাবে চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

(গ) কোন শিক্ষানবিশ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষানবিশ কর্মচারীর কাজের গুণগত মান ও আচরণ সন্তোষজনক না হলে পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষানবিশ মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শিক্ষানবিশকাল অনূর্ধ্ব ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি অথবা তাকে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন। শর্ত থাকে যে, চাকুরী সন্তোষজনক কি

না তা বিবেচনার জন্য বিভাগীয় প্রধান, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৭। চুক্তিভিত্তিক / খণ্ডকালীন নিয়োগ। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ন্যূনতম দুই মাস সময়ের জন্য ছুটিতে থাকলে কিংবা আকস্মিক চাকুরী ত্যাগজনিত শূন্যপদের সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে অধ্যক্ষ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক / খণ্ডকালীন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে এই প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক / খণ্ডকালীন হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। শর্ত থাকে যে, এরূপ নিয়োগ অনধিক ০৩ (তিন) মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। তিন মাসের অধিক সময়ের জন্য প্রয়োজন হলে পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি কর্তৃক এরূপ নিয়োগ অনধিক ০৬ (ছয়) মাস এবং পরিচালনা পর্ষদ সভার অনুমোদনক্রমে অনধিক ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে।

৮। অতিথি শিক্ষক। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নির্দিষ্ট কোর্সের জন্য নিয়োগ দেয়া যাবে। এ প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অতিথি শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে চাইলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন।

(ক) অন্য প্রতিষ্ঠান হতে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক অত্র প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত সমপদে যোগদান করলে পূর্ব অভিজ্ঞতা গণনা করা হবে। তবে পূর্বের ইনডেক্স নম্বর স্থানান্তরের পর তা কার্যকর হবে।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধন পরীক্ষা প্রবর্তনের পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে অত্র প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করলে প্রার্থীর অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিবন্ধন থাকতে হবে। এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক / কর্মচারী সমপদে আবেদন করলে তাদের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে না।

১০। জ্যেষ্ঠতা।

কেন্দ্রীয় সমন্বয় পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক ও কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ: শিক্ষক ও কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার সংশ্লিষ্ট পদে নির্ধারিত বেতন স্কেল / গ্রেডে প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ হতে গণনা করা হবে। তবে যোগদান একই তারিখ হলে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের জন্ম তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। অতঃপর জন্ম তারিখ একই হলে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা অনুসারে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। এরূপভাবে একই বিষয়ে একই পদে একই যোগদানের তারিখে, এমনকি জন্ম তারিখ একই হলে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা অনুসারে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, কোনো খণ্ডকালীন শিক্ষক বা কর্মচারীর নিয়োগ নিয়মিতকরণ করা হলে নিয়মিতকরণের তারিখ যোগদানের তারিখ হিসেবে গণ্য হবে।

১১। বেতন ক্রম। পরিশিষ্ট-ক এ বর্ণিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদের বিপরীতে উল্লিখিত বেতনক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেল ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। কোন শিক্ষক খন্ডিত মাসে অর্থাৎ যে দিন যোগদান করবেন সে দিন হতে বেতন প্রাপ্য হবেন।

১২। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন পদের প্রারম্ভিক বেতন।

ক। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি। একাদিক্রমে ০১ (এক) বছর দায়িত্ব পালনের পর প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকবে। সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হবে যেদিন হতে যোগদান করেছেন সেদিন হতে। তবে শর্ত থাকে যে, নতুন যোগদানকৃত কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর কোয়ালিফাইং চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস হলে তিনি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হবেন। বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশে যে মেয়াদের জন্য স্থগিত করেছেন তা উল্লেখ করবেন। বিনা বেতনে ছুটিতে থাকলে যতদিন বিনা বেতনে ছুটিতে থাকবেন সে সময়কাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সময় গণনা হতে বাদ দেয়া হবে।

খ। প্রারম্ভিক বেতন। কোন পদে কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর প্রারম্ভিক

বেতন। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ দুইটি বা তিনটি বার্ষিক বেতন প্রবৃদ্ধি যোগ করে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত কয়টি বার্ষিক বেতন প্রবৃদ্ধি যোগ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য প্রচলিত সরকারি বিধি মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। উল্লিখিত অগ্রিম বেতন প্রবৃদ্ধি কেবল চাকুরীতে প্রথম নিয়োগ লাভের সময় প্রাপ্য হবেন এবং ইহা পরবর্তী পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে পদোন্নতি / উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হলে সেই পদের / গ্রেডের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্নস্তরই হবে তার প্রারম্ভিক মূল বেতন। যদি তার পূর্বতন পদে / গ্রেডে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হয়, তবে উচ্চতর পদের / গ্রেডের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তার পূর্বতন পদের / গ্রেডের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরের সেই স্তরে তার বেতন নির্ধারিত হবে।

১৩। বাড়িভাড়া ও অন্যান্য ভাতাদি। অত্র প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মূল বেতন ছাড়াও বাড়ি ভাড়া ও নিম্নবর্ণিত ভাতাদি প্রাপ্য হবেন (পরিশিষ্ট-গ)।

ক। বাড়িভাড়া ভাতা।

(১) প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেলে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত হারে বাড়িভাড়া প্রাপ্য হবেন। প্রতিষ্ঠানের কোয়ার্টারে বসবাসকারীগণ বাড়িভাড়া প্রাপ্য হবেন না। শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি মোতাবেক যে বাড়ি পাওয়ার অধিকারী, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণি কিংবা নিম্নতর শ্রেণির কোন বাড়ি তাকে বরাদ্দ দেয়া হলে তিনি উচ্চতর শ্রেণির বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণির বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন ভাড়া এবং নিম্নতর শ্রেণির বাড়ির জন্য উক্ত শ্রেণির বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ ভাড়া প্রদান করবেন।

(২) অধ্যক্ষ (সামরিক) বিনা ভাড়ায় সজ্জিত বাসস্থানের সুযোগসহ টেলিফোন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। মাসিক টেলিফোন (অফিস ও বাসস্থানের টেলিফোন ও মোবাইল) বিল এর সর্বোচ্চসীমা সময়ে সময়ে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। অধ্যক্ষ গাড়ির সুবিধা পাবেন।

খ। উৎসাহ ভাতা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতি মাসে মূল বেতনের ২০-৩৫% এর সমপরিমাণ অর্থ উৎসাহ ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। প্রতিবছর জুলাই মাসে বার্ষিক বেতন প্রবৃদ্ধি প্রদানের পর উৎসাহ ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। পরিচালনা পর্ষদ সময়ে সময়ে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি বিবেচনা করে উৎসাহ ভাতার হার পুনঃনির্ধারণ করবেন।

গ। বাংলা নববর্ষ ভাতা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

ঘ। উৎসব ভাতা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বৎসরে ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের (উৎসবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মাসে আহরিত) সম পরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরীতে যোগদানের পর চাকুরীর মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস পূর্তির পূর্বেই উৎসব ভাতা প্রাপ্য হলে তিনি মূল বেতনের অর্ধ সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হবেন। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ তাদের সম পদ মর্যাদার মূল বেতনের ৫০% হারে বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে পরিচালনা পর্ষদ চাইলে পূর্ণ ভাতা দিতে পারবেন।

ঙ। চিকিৎসা ভাতা। সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলের নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হবেন। (পরিশিষ্ট- গ)

চ। টিফিন ভাতা। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত হারে টিফিন ভাতা প্রাপ্য হবেন। (পরিশিষ্ট- গ)

ছ। শিক্ষা সহায়ক ভাতা। সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলের নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জ। বিনোদন ভাতা। প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যোগদানের তারিখ থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর একবার এক মাসের সর্বশেষ মূল বেতনের ৫০% সমপরিমাণ অর্থ বিনোদন ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। তবে এ বিধি কার্যকর হওয়ার পূর্বের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৯। ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্ব পালনের জন্য একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভর্নিং বডির নির্ধারিত হারে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

এও। অন্যান্য ভাতাদি।

(১) অধ্যক্ষের দায়িত্ব ভাতা। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মাসিক মূল বেতনের ৩৫-৪৫% হারে মাসিক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন (কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

(২) উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব ভাতা। উপাধ্যক্ষ (স্কুল ও কলেজ শাখা) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ মাসিক মূল বেতনের ২০-৩০% হারে মাসিক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। (কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

(৩) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ / ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ ভাতা। কোন কারণে অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে কিংবা অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে কেউ নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ২১ দিনের জন্য অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করলে তিনি অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত হারে দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

(৪) আপ্যায়ন ভাতা। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে মাসিক আপ্যায়ন ভাতা প্রাপ্য হবেন। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

(৫) কো-অর্ডিনেটরদের ভাতা। একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও জুনিয়র শাখা) ও কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সময়ে সময়ে পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা প্রাপ্য হবেন। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

(৬) শ্রেণি শিক্ষক ভাতা। প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সময়ে সময়ে পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারিত হারে মাসিক শ্রেণি শিক্ষক ভাতা প্রাপ্য হবেন। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

(৭) মোবাইল ফোন ভাতা। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষ (কলেজ), উপাধ্যক্ষ (স্কুল), প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেয়ারটেকার, নিরাপত্তা সুপারভাইজার ও পরিচালনা পর্ষদ নিম্ন নির্ধারিত হারে মাসিক মোবাইল ভাতা প্রাপ্য হবেন। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক তে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে)

১৪। সম্মানী। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠান তহবিল থেকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে। (হিসাব অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী)

১৫। স্টাফদের ভর্তি ও টিউশন ফি সংক্রান্ত সুবিধা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হবে। এরূপ ভর্তিকৃত সন্তানগণের টিউশন ও অন্যান্য ফি সামরিক বাহিনীর সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য হারে প্রদেয় হবে। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে এবং তার সন্তান এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত থাকলে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।

১৬। পদোন্নতি প্রদানের নীতিমালা:

ক। পদোন্নতি।

সহকারী শিক্ষক হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠানে চাকুরীকাল সন্তোষজনকভাবে নিরবচ্ছিন্ন ০৮ (আট) বছর পূর্ণ হলে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতির যোগ্য হবেন। চাকুরীতে যোগদানের পর কেউ বিএড কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেটসহ

আবেদন করলে বিএড স্কেল প্রাপ্য হবেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানসহ আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে মোট চাকুরীকাল ০৮ (আট) বছর পূর্তিতে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতির যোগ্য হবেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পদোন্নতি / সমন্বয় / বাতিলীকরণসমূহ যে কোন পরিবর্তন ও সংশোধন পরিচালনা পর্ষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

নোট: এই চাকুরীবিধি কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের ইতোপূর্বে বিদ্যমান চাকুরীবিধির আওতায় বিভিন্ন পদে যে সকল পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তা বহাল থাকবে।

১৭। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর)। অধ্যক্ষ শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এ প্রতিবেদন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। (পরিশিষ্ট- ঘ আকারে সংযুক্ত)।

১৮। ইন্তফা। পরিচালনা পর্ষদ বিপরীত মর্মে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে চাকুরী হতে ইন্তফা দান করতে ইচ্ছুক স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ন্যূনপক্ষে ০২ (দুই) মাস এবং একজন শিক্ষানবিশ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ন্যূনপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে ইন্তফা প্রদানের ইচ্ছা লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন। অবহিতকরণের সময় সংক্রান্ত শর্ত লঙ্ঘিত হলে ২ মাসের বেসিক সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেন কিংবা কর্তৃপক্ষ অন্য যেকোন উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৯। অবসরগ্রহণ। একজন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর বয়স যেদিন ৬০ বছর পূর্ণ হবে সেদিন তিনি অবসরে যাবেন।

২০। চাকুরী বর্ধিতকরণ। একজন শিক্ষকের বয়স ৬০ বছর অতিক্রান্ত হলেও পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তার চাকুরী বর্ধিত করতে পারবেন। এরূপ বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত চিকিৎসকের নিকট থেকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রত্যয়নপত্রসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। শর্ত থাকে যে, এক সাথে এক বছরের বেশি চাকুরী বর্ধিত করা যাবে না এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে কারো চাকুরী বৃদ্ধি করা যাবে না। এ চাকুরী বর্ধিতকরণ চুক্তিভিত্তিক ও নির্ধারিত বেতনে কার্যকর হবে।

২১। অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে পরিচালনা পর্ষদ পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক স্বলনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ক। পেশাগত অসদাচরণ। নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ পেশাগত অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে:

- (১) ক্লাস গ্রহণের সময়ানুবর্তিতার অভাব কিংবা ক্লাস চলাকালে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকা।
- (২) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে বিনা অনুমতিতে কর্তব্য হতে অনুপস্থিত থাকা।
- (৩) কর্তব্য পালনে অদক্ষতা, অবহেলা বা উদাসীনতা।
- (৪) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতীত ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।
- (৫) অধ্যক্ষ কিংবা পরিচালনা পর্ষদের কোন বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ একাকী অথবা অন্যান্যদের সহযোগে অমান্য করা।
- (৬) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে খণ্ডকালীন কার্যাদী, ব্যক্তিগত ব্যবসাদি এবং সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে ইত্যাদিতে নিযুক্ত হওয়া।
- (৬) স্কুল ও কলেজের কোন সম্পদ অপচয় করা বা কোন প্রকার বৈধ ক্ষমতা ব্যতীত ব্যবহার করা।
- (৭) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা অথবা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন কার্যে লিপ্ত হওয়া।
- (৮) রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বা এরূপ কোন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়া কিংবা ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক / গোষ্ঠীগত ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দকে বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত বা প্ররোচনাদান / প্রেষণামূলক যে কোন প্রচারে লিপ্ত হওয়া।
- (৯) ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা।

(১০) প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ণ করে এমন কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া।

খ। নৈতিক স্থলন। নৈতিক স্থলন বলতে সাধারণভাবে নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা, যৌন বিকৃতি, যৌন হয়রানি, অবক্ষয়, চুরি, আত্মসাৎ, প্রতারণা, মিথ্যা, ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতা ইত্যাদি বুঝাবে।

২২। শাস্তির প্রকারভেদ। অপরাধের মাত্রানুসারে অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিম্নের এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা যাবে:

ক। তিরস্কার (Censure)।

খ। বার্ষিক বেতন প্রবৃদ্ধি স্থগিত (Increment held up)।

গ। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ আদায় (Recovery of Compensation)।

ঘ। চাকুরী থেকে অপসারণ (Removal)।

ঙ। চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Discharge)।

চ। অর্থদণ্ড (Fine)।

ছ। ক থেকে গ ক্রমিকে বর্ণিত শাস্তি লঘুদণ্ড এবং ঘ, থেকে চ ক্রমিকে বর্ণিত শাস্তি গুরুদণ্ড বলে বিবেচিত হবে। গুরুতর অসদাচরণ অথবা নৈতিক স্থলনজনিত অপরাধ হলে গুরুদণ্ড আরোপ করা যাবে। শর্ত থাকে যে, এমপিও ভুক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে এরূপ গুরুদণ্ড আরোপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তা শিক্ষাবোর্ড / বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নীতিমালা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির এই সময়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি বিবিধ বিনোদনের সুবিধা থাকার কারণে ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও অনেকে ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন। তবে অসতর্কভাবে কিংবা অতিমাত্রায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির মুখেও পড়তে পারে। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল পদবির ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানে সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যিক।

২৪। সংজ্ঞা।

ক। ইলেকট্রনিক গেজেট। যে কোনো সেলফোন, কম্পিউটার, আইপ্যাড, ট্যাবলেট, হ্যান্ডফোন এবং অন্যান্য গেজেট যার মাধ্যমে তথ্য, ভিডিও, বার্তা, ছবি ইত্যাদি আদান-প্রদান করা যায় ও ভবিষ্যতে উদ্ভাবিত অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের যে কোনো ধরনের সরঞ্জাম / উপকরণ ইলেকট্রনিক গেজেট হিসেবে এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ। যোগাযোগ মাধ্যম। ইন্টারনেট (ভাইবার, স্কাইপ, ট্যাংগো, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ফ্লিকার, লিংকড ইন, ইনস্টাগ্রাম, ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি), ল্যান্ডলাইন সিমকার্ড, বেতার তরঙ্গ এবং ভবিষ্যতে উদ্ভাবিত মাধ্যম যা ব্যবহার করে যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান করা যাবে তা যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে।

২৫। ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ঝুঁকিসমূহ। ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ঝুঁকিসমূহ নিম্নরূপঃ

ক। ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহার করে যে কোনো স্পর্শকাতর ফাইল অতি সহজেই স্থানান্তর করা সম্ভব।

খ। সাধারণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্পর্শকাতর দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন পেশাজীবী কর্তৃক ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথেষ্ট ব্যবহার পেশাগত পরিবেশ ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কখনো কখনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

- গ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে নিজের পরিচয় তুলে ধরছে এবং নিজেদের পরিচয় সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন যা হুমকিস্বরূপ।
- ঘ। ইলেকট্রনিক গেজেটে জিপিএস / লোকেশন সার্ভিস সচল রাখার মাধ্যমে অনেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের অবস্থান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।
- ঙ। জিওট্যাগিং সম্বলিত ছবি, ভিডিও, টেক্সট মেসেজ, ই-মেইল ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম / ইন্টারনেটে আপলোড / আদান-প্রদান এর মাধ্যমে অনেকে নিজের প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার নির্ভুল ভৌগোলিক অবস্থান প্রকাশ করেন।
- চ। জীবনযাত্রা / সরকার / প্রতিরক্ষা বাহিনী / রাজনীতি / ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক ও তথ্যপূর্ণ ব্লগ, যেমন: লেখা / ছবি / ভিডিও / বিভিন্ন লিংক ইত্যাদি) পোস্ট এবং অনলাইন পত্রিকায় মতামত প্রদান করার মাধ্যমে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।
- ছ। বৈরী গোয়েন্দা সংস্থা (Hostile Intelligence Service) / সন্ত্রাসী সংগঠন ওপেন সোর্সে ব্যবহারকারীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ব্লগ ও ফোরাম ইত্যাদি ব্রাউজিং এবং হ্যাকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত থাকে।
- জ। অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদানকৃত ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাদি, ছবি ও ভিডিও বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইট কর্তৃক অসং উদ্দেশ্যে ব্যবহার এবং বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা উক্ত তথ্যাদি সংকলন করে Fake ID তৈরি ও ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে।
- ঝ। বিভিন্ন তথ্য ও কর্মকাণ্ডের ছবি (দাপ্তরিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ / অনুশীলন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ছবি ইত্যাদি) অননুমোদিত ব্যক্তির সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা / নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।
- ঞ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি/কোম্পানীর সাথে অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে প্রতারণিত হচ্ছেন যা ভবিষ্যতে প্রকট আকার ধারণ করতে পারে।
- ট। ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি বিবাহ বহির্ভূত বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক অশান্তিসহ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ঠ। অনেকে অফিস সময়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন যা পেশাগত কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- ড। মাত্রাতিরিক্ত হারে ফেসবুকের ন্যায় বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহারে অনেকের মধ্যে এক প্রকার আসক্তির সৃষ্টি হয়েছে যা প্রত্যাশিত পেশাগত মান অর্জনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে।
- ঢ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ঠিকানা ব্যবহার করে রাষ্ট্রদ্রোহী/জঙ্গিবাদ/মৌলবাদী প্রচারণা করা হতে পারে।
- ণ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা স্বার্থান্বেষী মহল রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন সমালোচনা / অপপ্রচার চালিয়ে থাকে। ফলে অনেকে রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত অপপ্রচার / গুজবের শিকার হতে পারে। হ্যাকটিভিস্টস্ এই জাতীয় যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে সংস্থা তথা রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের প্রয়াস পায়।
- ত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রতি আসক্তি / সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেলে সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় থাকে না।
- ২৬। ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা। এই প্রতিষ্ঠানের সকল স্থায়ী / অস্থায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

ক। ইলেকট্রনিক গেজেট ও সিম।

- (১) যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহার করা যাবে।
- (২) সর্বোচ্চ দুইটি ব্যক্তিগত সিম ব্যবহার করা যাবে।

খ। নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ।

(১) প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য।

(২) প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী (কোনো ইলেকট্রনিক গেজেট বহন ও ব্যবহার করতে পারবে না)।

গ। প্রক্রিয়া।

(১) দেশের প্রচলিত আইন / নির্দেশনা মেনে সিম ক্রয় করতে হবে এবং কেবল নিজ নামে নিবন্ধনকৃত সিম ব্যবহার করা যাবে।

(২) সিম হারিয়ে গেলে তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

(৩) হারানো সিম অবশ্যই চূড়ান্তভাবে অচল/অকার্যকর করতে হবে।

(৪) সিম সরবরাহকারী অপারেটর ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সিম (Clone) করা যাবে না।

ঘ। ইলেকট্রনিক গেজেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে করণীয়।

(১) অসংবেদনশীল জায়গা যেমন অফিস, স্টোর প্রভৃতি স্থানে শুধু জরুরী ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহার করা যাবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ পরিপন্থী বিতর্কিত, উগ্রবাদী, জঙ্গী, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবসাইট / পেইজ এর সদস্য হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এ ধরনের ওয়েবসাইট থেকে কোনো তথ্য / ভিডিও ডাউনলোড ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা শেয়ার করা যাবে না।

(৩) সকলকে তার ব্যবহৃত অফিসিয়াল / ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক গেজেটে কর্তব্যরত অবস্থায় জিপিএস/লোকেশন সার্ভিস বন্ধ রাখতে হবে।

(৪) জিওট্যাগিং ব্যবহারের ফলে ব্যক্তি, বস্তু এবং তথ্যের নিরাপত্তাহানী ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় ইন্টারনেট ব্যবহারকালে জিওট্যাগিং করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৫) ব্লগিং এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ব্লগিং সাইটে যে কোনো ধরনের পোস্ট এবং অনলাইন পত্রিকায় মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গ্রুপ পেইজ / গ্রুপ এ্যাকাউন্ট / গ্রুপ মেইল ইত্যাদি পরিচালনা করার সময় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো তথ্য আপলোড করা যাবে না এবং গুজব ও অপপ্রচারমূলক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।

(৭) ওপেন সোর্সে অহেতুক তথ্য আপলোড করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং হ্যাকিং রোধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৮) সেনাসদস্যদের কোনো ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি (ওয়েবসাইটে অনুমোদিত ব্যতীত), অফিসিয়াল তথ্য, ছবি ও ভিডিও আপলোড করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৯) সংশ্লিষ্ট সকলকে সেনাবাহিনী সংক্রান্ত স্পর্শকাতর তথ্য এবং ছবি (গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা, অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদির কারিগরি তথ্য, ছবি ইত্যাদি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড / সংযোজন / প্রদান করা যাবে না।

(১০) প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি অনুমোদন ব্যতীত ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহার করতে পারবে না।

(১১) শিক্ষাদানকালে শ্রেণিকক্ষে ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহার করা যাবে না (অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত)।

(১২) সাধারণ যে কোনো তথ্য হীন উদ্দেশ্যে আদান-প্রদান বা আপলোড করা যাবে না।

(১৩) অফিস সময়ে অতি জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত ব্যক্তিগত কাজে ইন্টানেট ব্যবহার করা যাবে না।

(১৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেনাবাহিনী তথা রাষ্ট্র বিরোধী এবং রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করতে চায় তবে তা এড়িয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে উত্থাপন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(১৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা পরিচয় (Fake ID) দিয়ে একাউন্ট ব্যবহার করা যাবে না। এই নীতিমালা প্রাপ্তির পর জরুরী ভিত্তিতে সকল Fake ID অকার্যকর করতে হবে।

(১৬) অধ্যক্ষ তার অধীনস্থ সদস্যদের ইলেকট্রনিক গেজেটসমূহের IMEI নম্বর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সার্বক্ষণিক তা হালনাগাদ রাখবেন।

(১৭) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যেন অপরাধ সংঘটিত না হয় তা পর্যবেক্ষণ, সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরি করা হবে।

(১৮) সর্বোপরি, যে কোনো ক্ষেত্রে ‘জাতীয় যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯’ এবং ‘অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট ১৯২৩’ অগ্রগণ্য।

ঙ। নীতিমালা ভঙ্গের ক্ষেত্রে করণীয়। এই প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্য উপরোক্ত নীতিমালাসমূহ ভঙ্গ করলে চাকরিবিধি নিম্নোক্ত ৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৭। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ২১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পেশাগত অসদাচরণ ও নৈতিক স্থলনজনিত অপরাধ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হলে অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করে লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে ৩ দিন এবং গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ৭ দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল না করলে অথবা জবাব সন্তোষজনক না হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণার্থে অধ্যক্ষ তা পরিচালনা পর্ষদে পেশ করবেন।

২৮। তদন্ত ও শাস্তিপ্রদান পদ্ধতি। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয় লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং তা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করতে হবে। কলেজ শাখার শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এরূপ তদন্ত কমিটিতে প্রতিষ্ঠানের দুইজন শিক্ষক এবং গভর্নিং বডির একজন প্রতিনিধি থাকবেন। এমপিওভুক্তির বিষয়ে সরকারী বিধি অনুসরণ করা হবে। তদন্ত কমিটি অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে নোটিশ দিয়ে শুনানির ব্যবস্থা করবেন এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ রেকর্ডভুক্ত করবেন। তদন্ত কমিটি ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারী নোটিশ প্রাপ্তির পরও শুনানিতে অনুপস্থিত থাকলে তাদের অনুপস্থিতিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এবং তদন্ত কমিটি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করবেন। তদন্ত কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক পরিচালনা পর্ষদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ গুরু বা লঘু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এমপিও ভুক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর ক্ষেত্রে চাকুরী হতে বরখাস্ত ও চাকুরী হতে অপসারণের মত শাস্তি আরোপের পূর্বে এ ধরনের সাজার প্রস্তাব শিক্ষা বোর্ডের আপিল ও সালিশি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষিত এবং শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২৯। সাময়িক বরখাস্ত। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালে পরিচালনা পর্ষদ উপযুক্ত মনে করলে উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন। এছাড়াও কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হলে অথবা বিচারাধীন আসামি হিসাবে কারাগারে আটক থাকলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যেতে পারে। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন উক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারী মূল বেতনের ৫০% সমপরিমাণ খোরাকি ভাতাসহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৩০। আপিল। কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারী পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হলে দণ্ড ঘোষণার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে এমপিও ভুক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর ক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ডের সালিশি কমিটির নিকট এবং এমপিওভুক্ত নন এমন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির নিকট আপিল করতে পারবেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর ক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ডের সালিশি কমিটি এবং এমপিওভুক্ত নন এমন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীর ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩১। অপসারণ ও বরখাস্তের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধাদি।

ক। অপসারণ। অপসারণকৃত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কেবল ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা লাভ করবেন।

খ। বরখাস্ত। বরখাস্তকৃত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় কোন আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৩২। ভবিষ্যৎ তহবিল।

ক। ভবিষ্যৎ তহবিল। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল খাতে জমার অধিকার ভোগ করবেন। মাসিক মূল বেতনের ১০% অর্থ তিনি উক্ত তহবিলে জমা করবেন এবং সমপরিমাণ অর্থ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তার নামে জমা করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে ব্যাংকে সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবে জমাকৃত সাকুল্য অর্থের ব্যাংক মুনাফা তিনি ভোগ করবেন। তবে চাকুরীর মেয়াদকাল ০৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলে তিনি নিজ প্রদত্ত অংশ প্রাপ্য হবেন। তবে চাকুরী হতে ইস্তফার নিয়ম ব্যতিরেকে ২ বছরের মধ্যে কেউ চলে গেলে (পিএফ) প্রাপ্ত হবেন না। সবিধ নিয়ম না মানলে চেয়ারম্যান গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ। প্রতিনিধি মনোনয়ন। ভবিষ্যৎ তহবিল খোলার সময় প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অধ্যক্ষের নিকট তার মনোনীত প্রতিনিধি / প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা পেশ করবেন যিনি বা যারা তার মৃত্যুর পর তার হিসাবের অনুকূলে গচ্ছিত অর্থ গ্রহণের অধিকার লাভ করবেন। শর্ত থাকে যে, ভবিষ্যৎ তহবিল সংক্রান্ত মনোনয়ন দানের সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার পরিবারের নিকটজনকে মনোনয়ন দান করবেন। আরও শর্ত থাকে যে, নিজ পরিবারের কোন আপনজনের অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে কাউকে মনোনীত করতে পারবেন। একাধিক প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে প্রদেয় অর্থের বন্টন হার স্পষ্টভাবে মনোনয়ন পত্রে উল্লেখ করতে হবে। মনোনয়নপত্র অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রতিস্থাপনকৃত হতে হবে।

গ। ভবিষ্যৎ তহবিল থেকে ঋণ / অগ্রিম গ্রহণ। সকল স্থায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাদের চাকুরীকাল পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা ভবিষ্যৎ তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ভবিষ্যৎ তহবিলে মোট সঞ্চিত অর্থের নিজ অংশের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে। এরূপ ঋণ সর্বোচ্চ মাসিক ৪৮ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। মাসিক কিস্তির পরিমাণ তার মোট বেতনের ২০% এর অধিক হবে না। ৫২ বছর বয়সোর্ধ্ব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তার ভবিষ্যৎ তহবিলের সঞ্চিত অর্থের নিজ অংশের সর্বোচ্চ ৮০% অপরিশোধযোগ্য ঋণ হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। শর্ত থাকে যে, ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের পূর্বে চাকুরীর সমাপ্তি / বরখাস্ত / মৃত্যু / পদত্যাগের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ তহবিলে সঞ্চিত অর্থ হতে ঋণের অর্থ সমন্বয় করা হবে।

৩৩। গ্র্যাচুইটি।

ক. কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের নির্দেশনা

১। অবসর গ্রহনকারী কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীকাল ১০ বছর পূর্ণ না হলে এ অবসর সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

২। প্রাপ্য কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কার্যকর চাকুরীকাল কোন ধাপের নির্দিষ্ট বছরের চেয়ে ০৬ (ছয়) মাস বা বেশি হলে উক্ত ধাপের জন্য প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা থেকে অতিরিক্ত ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হবে। তবে তা ০৬ (ছয়) মাসের কম হলে প্রাপ্য হবে না।

৩। প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদের সকল এমপিও এবং নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট থেকে গ্র্যাচুইটি / অবসর সুবিধা তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত চাঁদার হার হবে বেসিকের ৬% (শতকরা ছয় ভাগ) এবং চাঁদা প্রদানকারী সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী গ্র্যাচুইটি / অবসর সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৪। এমপিওভুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট হতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বেসিকের ৪% (শতকরা চার ভাগ) হারে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা তহবিলের জন্য কর্তন করা হবে। ফলশ্রুতিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা এবং প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত গ্র্যাচুইটি / অবসর সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৫। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ণিত নীতিমালার আওতায় প্রাপ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি / অবসর সুবিধা প্রদান করবে। তবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে ও সামর্থ্য অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে গ্র্যাচুইটি / অবসর সুবিধার হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ দাঁড়াবে, তার ৯০% থেকে ৮০% অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। বিষয়টি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারণ করবে।

৬। কমিটি মনে করে গ্র্যাচুইটি বা অবসর সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ / পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৭। উপরোক্ত নীতিমালাটি ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে।

অবসর সুবিধার হার : নিম্নোক্ত হারে প্রতিষ্ঠানের সকল স্থায়ী পদের এমপিওভুক্ত ও নন এমপিওভুক্ত কর্মরত শিক্ষক / কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে:

ক্রমিক	কার্যকাল	প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা
১	দশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু এগার বছরের কম	১০ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
২	এগার বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বার বছরের কম	১৩ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৩	বার বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু তের বছরের কম	১৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৪	তের বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু চৌদ্দ বছরের কম	১৯ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৫	চৌদ্দ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পনের বছরের কম	২২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৬	পনের বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ষোল বছরের কম	২৫ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৭	ষোল বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু সতের বছরের কম	২৯ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৮	সতের বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু আঠারো বছরের কম	৩৩ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
৯	আঠারো বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু উনিশ বছরের কম	৩৭ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১০	উনিশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বিশ বছরের কম	৪২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১১	বিশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু একুশ বছরের কম	৪৭ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১২	একুশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বাইশ বছরের কম	৫২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১৩	বাইশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু তেইশ বছরের কম	৫৭ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১৪	তেইশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু চব্বিশ বছরের কম	৬৩ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১৫	চব্বিশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পঁচিশ বছরের কম	৬৯ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১৬	পঁচিশ বছর বা তদূর্ধ্ব চাকুরিকালে জন্য	৭৫ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ

খ। **গ্র্যাচুইটি ফান্ড।** প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে বাজেটে ঐ অর্থ বছরে সম্ভাব্য অবসরগ্রহণকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বরাদ্দ করে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তহবিল থেকে গ্র্যাচুইটি ফান্ডে স্থানান্তর করতে হবে। গ্র্যাচুইটি ফান্ডের বাৎসরিক লভ্যাংশ এ ফান্ডের লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩৪। **ছুটির প্রকারভেদ।** প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিম্ন বর্ণিত ছুটি ভোগ করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে যে ছুটি আপনার অধিকার নয়, এটা আপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রদত্ত সুবিধা / সুযোগ। এ স্কুল ও কলেজে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার। স্কুল / কলেজে সরকারি ছুটি ব্যতীত সকল দিন খোলা থাকবে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এর নির্দেশনার অনুযায়ী শনিবার প্রশাসনিক দিন হিসেবে পালন করা হবে। তাই এ দিন কেউ অনুপস্থিত থাকলে দিনটি ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

ক। **অসাধারণ ছুটি।** পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে একজন স্থায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সমগ্র চাকুরীকালে অনধিক এক বৎসরের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। অসাধারণ ছুটিকালীন সময়ে তিনি কোন প্রকার বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এরূপ অসাধারণ ছুটি ভোগকালীন সময় সক্রিয় চাকুরী হিসেবে গণ্য হবে না বিধায় ছুটি কাল তার চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে গণনা যোগ্য হবে না।

খ। **নৈমিত্তিক ছুটি।** সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অধ্যক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা নৈমিত্তিক ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। নৈমিত্তিক ছুটি একটি পঞ্জিকা বর্ষে অনধিক ১৫ (পনের) দিন হবে। অধ্যক্ষ এ ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে তা কোন ক্রমেই একসাথে ১০ (দশ) দিনের বেশী হবে না। নৈমিত্তিক ছুটি সরকারি বা সাপ্তাহিক ছুটির আগে বা পরে যে কোন একদিকে সমন্বয় করে নেয়া যাবে। তবে কোন অবস্থাতেই সরকারি বা সাপ্তাহিক ছুটির উভয় দিকের সাথে সমন্বয় করা যাবে না।

গ। মাতৃত্বজনিত ছুটি। অত্র প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষিকা, মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী একসঙ্গে ৩ মাস পূর্ণ বেতন ও ৩ মাস বিনা বেতনে পুরো চাকুরী জীবনে দুবারে মোট বার মাস মাতৃত্বজনিত ছুটি প্রাপ্য হবেন। মাতৃত্বজনিত ছুটি গ্রহণের পূর্বে একজন শিক্ষিকা পরবর্তী ১ বছর এ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করবেন এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। অন্যথায় ৩ মাস পূর্ণ বেতন চাকুরী ইস্তফার সময় ফেরত দিতে হবে।

ঘ। চিকিৎসা ছুটি (স্থায়ী ক্ষেত্রে)। একজন স্থায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বছরে ১০ (দশ) দিন চিকিৎসা ছুটি প্রাপ্য হবেন। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেটসহ আবেদনের প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে একাদিক্রমে ০৭ (সাত) দিনের চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনমত অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনে মেডিকেল ছুটি নৈমিত্তিক ছুটির সঙ্গে দেয়া যেতে পারে। কোন কারণে মেডিকেল ছুটি বেশি হলে তা বিনা বেতনে প্রদান করা যেতে পারে।

ঙ। শিক্ষা ছুটি। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষার্থে কিংবা কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে এরূপ অধ্যয়নকালীন / প্রশিক্ষণকালীন ছুটি শিক্ষা ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আবেদনকারীর পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা / প্রশিক্ষণের জন্য এরূপ ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হবে।

(১) পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের কলেজ ও স্কুল শাখার কোন শিক্ষককে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ তিন বছর শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। বিএড / এমএড এর ক্ষেত্রে কেবল সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এবং এমফিল / পিএইচডি এর ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য এ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। কোন এক বছরে স্কুল ও কলেজের প্রতি শাখায় ২ জনের বেশি (কোন এক বিষয়ে একজনের বেশি হবে না) শিক্ষককে এ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। ছুটি প্রার্থীদের সংখ্যা এর বেশি হলে তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ছুটি মঞ্জুর করা হবে। যে সকল শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর উত্তীর্ণ হয়নি কিংবা ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য নয়। তবে পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনবোধে চাকুরীর মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর উত্তীর্ণ হয়নি এমন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিল করতে পারবেন। শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ছুটি প্রার্থীকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পরিচালনা পর্ষদের সাথে এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে যে, ছুটি শেষে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে ০৫ (পাঁচ) বছর চাকুরী করবেন।

(২) কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে দূরশিক্ষণ অথবা সাক্ষ্যকালীন কোর্স অথবা ০৭ (সাত) দিন হতে অনধিক ০১ (এক) মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করলে তাকে পরীক্ষা চলাকালীন দিনসমূহে / প্রশিক্ষণকালীন দিনসমূহে সবেতনে শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

চ। হজ্ব/ তীর্থগমন ছুটি। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর চাকুরীকাল সম্পন্ন করার পর সবেতনে সমগ্র চাকুরী জীবনে একবার সর্বোচ্চ ৪৫ দিন হজ্ব পালন / তীর্থগমন ছুটি প্রাপ্য হবেন। এ ছুটি অর্জিত ছুটি হতে কর্তন করা হবে।

ছ। নিরাপত্তা গ্রহরীদের ছুটি। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা গ্রহরীগণ সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করতে পারেন না বিধায় তাদের সাপ্তাহিক ছুটির পরিবর্তে বছরে ২৫ দিন সবেতনে বিশেষ ছুটি প্রদান করা হবে। এ ছুটির সাথে তাদের প্রাপ্য ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি যোগ করে সর্বমোট ৪৫ দিন হতে ০৩ কিম্বা ০২ সপ্তাহ (১৪ দিন) করে প্রত্যেককে পালাক্রমে ছুটি ভোগ করার সুযোগ প্রদান করা হবে। অবশিষ্ট দিনসমূহ নৈমিত্তিক ছুটি হিসেবে ভোগ করা যাবে।

জ। কর্তব্য ছুটি। একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তব্য ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে:

(১) কোন শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা / গবেষণা ইন্সটিটিউশন, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার কর্তৃক গঠিত কোন সংস্থা, কমিটির সভায় যোগদান বা বিশ্ববিদ্যালয় / বোর্ড প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালন;

(২) শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স/ প্রোগ্রামে যোগদান;

(৩) কোন আদালতে সরকারি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া;

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা বিষয়ক কোন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে প্রবন্ধ উপস্থাপন / বক্তব্য প্রদান।

ঝ। ছুটির প্রাপ্যতা। ন্যূনতম ০২ (দুই) বছর কাল চাকুরী না করে থাকলে কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারী নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতিরেকে অন্য ছুটির আবেদন করতে পারবেন না। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বর্ণিত দুই বছরে স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যক্ষ কোন শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারীকে অনধিক পনেরো দিন ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে পরবর্তীতে এ ছুটি তার প্রাপ্য অর্জিত ছুটি হতে সমন্বয় করা হবে।

৩৫। সংরক্ষণ। এ চাকুরীবিধির কোন বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থবোধক হলে অথবা কোন বিষয়ে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে সেসব ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের ব্যাখ্যা / সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এ চাকুরী বিধিতে বর্ণিত কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন বিধি-বিধান, প্রবিধান, কার্যপ্রণালী, অফিস আদেশ ইত্যাদির অসংগতি পরিলক্ষিত হলে চাকুরী বিধিতে বর্ণিত বিধানই অগ্রাধিকার পাবে। শর্ত থাকে যে, এ চাকুরী বিধির আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়াবলি পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

৩৬। সংশোধনী। পরিচালনা পর্ষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে চাকুরীবিধি সংশোধন করা যাবে।

৩৭। রহিত ও হেফাজতকরণ। জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এর চাকুরী সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান এতদ্বারা রহিত করা হলো। এরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের বিদ্যমান বিধি-বিধানের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বৈধ ও আইনসম্মত বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - প্রশাসনিক

১। প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও পটভূমি। জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ বাংলাদেশ তথা নারায়নগঞ্জ এর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে উঠতে ২০২১ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি ৩৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ১৯ জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করে। একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শিক্ষালয় গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। গত ০১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জলসিঁড়ি সেনানিবাসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড় ঘেরা এক অপরূপ পরিবেশে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মেজর জেনারেল মাকসুদুর রহমান, এসইউপি, পিএসসি। শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ শাখা চালু করা হয়। বিজ্ঞান শাখায় ১৭ জন ও মানবিক শাখায় ১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কলেজ শাখার যাত্রা শুরু হয়। সময়ের পরিক্রমায় অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এ প্রতিষ্ঠান আজ বিকশিত হতে শুরু হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের EIIN NO – 138422।

২। প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র ও লোগো। এ প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র হলো ‘জ্ঞানই শক্তি’ ইংরেজিতে - Knowledge is Power" এ প্রতিষ্ঠানের লোগো (Logo) হবে নিম্নরূপ:

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ক। মূল লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো ‘মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়া’।

খ। লক্ষ্য অর্জনের উপাদান। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনটি উপাদানকে নির্ধারণ করা হয়েছে: শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডে এ তিনটি উপাদানের পরিপূর্ণ অনুশীলন ও সার্বক্ষণিক চর্চা করা হবে।

(১) শিক্ষা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম দুই ভাগে বিভক্ত - পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রম হলো শ্রেণির সিলেবাসভুক্ত বিষয়সমূহ যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যক্রম এবং এর উদ্দেশ্য হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জন ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের রাজ্যে ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সনদ অর্জন। আর সহপাঠ্যক্রম একজন শিক্ষার্থীকে যোগায় সাহস, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, যোগাযোগ ও যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের দক্ষতা। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের সাথে নানাবিধ সহপাঠ্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলাহীন প্রতিভা সমাজের কোনো ভালো কাজে আসে না বরং তা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক হয়। শৃঙ্খলা ছাড়া ভালো মানুষ, ভালো পরিবার, ভালো সমাজ তথা একটি সুন্দর দেশ গড়া সম্ভব নয়। তাই ভালো মানুষ তথা সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার মান অত্যন্ত কঠোরভাবে বজায় রাখা হবে।

(৩) নৈতিকতা। এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতা তথা উচ্চ মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস থাকবে। অ্যাসেম্বলিতে, ফর্ম মিটিংএ, শ্রেণিকক্ষের পাঠদানে সর্বত্রই মূল্যবোধের অনুশীলন হবে।

গ। উদ্দেশ্য। ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু প্রতিভাকে খুঁজে বের করে তাদেরকে উপযোগী পরিবেশে পরিচর্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুযম বিকাশের চেষ্টা করা হবে। প্রতিষ্ঠান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠতে পারে এবং একজন সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে। এ উদ্দেশ্যে মেধার ভিত্তিতে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হবে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঁচটি মূলনীতির ওপর পরিচালিত হবে:

- (১) উপযোগী পরিবেশে জাতীয় শিক্ষা বোর্ড প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী সকল স্তরের শিক্ষাদান।
- (২) শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান ধারণার অবাধ যোগাযোগ গড়ে তোলা।
- (৩) পাঠ সহায়ক ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুখম বিকাশে সাহায্যতা করা।
- (৪) শিক্ষার্থীরা যেন যোগ্য নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতে সকল ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে এবং জাতিকে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে সে জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৫) নৈতিক, সামাজিক, শারীরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য সুখম সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। সংগঠন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জিওসি, লজিস্টিক এরিয়া ঢাকা এর প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিধির মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মনোনীত করবেন। প্রতিষ্ঠানটির গতিশীল পরিচালনার জন্য পরিচালনা পর্ষদ বিশদ নীতিমালা প্রণয়ন করবেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রাত্যহিক শিক্ষা কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য বিষয়বস্তির জন্য সভাপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। এছাড়াও অধ্যক্ষ প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করবেন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা নেবেন। তিনি প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওপর আংশিক দায়িত্ব অর্পণ করবেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা বিষয় সম্পর্কে অধ্যক্ষ অবশ্যই পূর্বেই সভাপতিকে অবহিত করবেন। একাডেমিক বিষয় অধ্যক্ষ একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন। অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও সহপাঠ কর্মকাণ্ড উপাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও কো-অর্ডিনেটরগণের মাধ্যমে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করবেন।

৫। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দিক নির্দেশনা।

- ক। প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় ফলাফলের পাশাপাশি একজন ছাত্র-ছাত্রীকে সুস্থ মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে।
- খ। ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য বই থেকে উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি অর্জন করবে।
- গ। বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এ তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কল্যাণে অতি সহজে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছেছে। আর তা অগ্রগামী এবং আধুনিক। এমতাবস্থায় একজন শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে যুগোপযোগী ও শিক্ষণীয় তথ্যবহুল প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহকে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে উপস্থাপন করতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন শিক্ষককে পেশাগত কর্মকাণ্ডের বাইরে আধুনিক প্রযুক্তি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।
- ঘ। ছাত্র-ছাত্রীর সুশিক্ষায় বিভিন্ন প্রযুক্তি, যুক্তি ও অভিক্ষেপে প্রমাণিত যে, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধনাত্মক শিক্ষা প্রসারে অগ্রগামী ভূমিকা রাখে / রাখতে পারে।
- ঙ। একজন ছাত্র-ছাত্রীর শুদ্ধাচার, উপস্থাপন, ব্যক্তিগত চাল-চলন আদর্শ শিক্ষকের মাধ্যমে আবেশিত হয়ে থাকে। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ সুশৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- চ। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পরিশ্রমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও নিষ্ঠাবান তারাই বর্তমানে প্রত্যেক পর্যায়ে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- ছ। মেধার মূল্যায়নে যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী তৈরির ক্ষেত্রে অন্য যে কোন প্রতিবন্ধকতাকে গ্রাহ্য করা যাবে না।
- জ। পরিচালনা পর্ষদকে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং সকল সমালোচনার উর্ধ্বে ও মুক্ত থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- ঝ। সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে কঠোর শৃঙ্খলা এবং নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- ঞ। সাধারণত দুষ্টি ও চঞ্চল প্রকৃতির ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাবী এবং বুদ্ধিমান হয়। বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এরূপ চঞ্চলতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু ক্ষতিকর চরিত্রহানীমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশৃঙ্খলামূলক অশোভন

আচরণের ছাত্র-ছাত্রীকে কোন অবস্থায় আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ট। মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্যতা নিরূপণ করতে হবে। কোনক্রমেই ছাত্র-ছাত্রীর পারিবারিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

ঠ। ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্যতা, মেধার বিকাশ, শ্রেণির ফলাফলের অবস্থান, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ও সহায়ক পাঠদান প্রক্রিয়া সমূহকে পরিচালনা পর্ষদ পর্যালোচনা করত উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ড। সকল শিক্ষা কার্যক্রমে প্রশংসা / শাস্তি প্রদান এ দুটিকে পাশাপাশি রেখে ভারসাম্যপূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ঢ। উন্নত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এ প্রতিষ্ঠানেও পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান নথিতে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এরূপ প্রচেষ্টা তরুণ শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ণ। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুটনের জন্য বর্তমান শিক্ষা কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ত। ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী একজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বর্তমান বিশ্বে যোগ্য পদ / আসন লাভ যেমন সহজতর তেমনি সে সকল ক্ষেত্রে সমাদৃত। পক্ষান্তরে ইংরেজিতে দুর্বলতার কারণে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে বাস্তবতার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতেও দেখা যায়। এ প্রতিষ্ঠানে এরূপ দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিচালনা পর্ষদকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

থ। শিক্ষার্থীর সার্থক শিক্ষা গ্রহণের সাথে খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও শারীরিক উৎকর্ষতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে কারণে শিক্ষার পাশাপাশি গ্রহণযোগ্য ও আনুপাতিক হারে খেলাধুলা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

দ। শ্রেণীতে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর পড়াশুনা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা শিক্ষকদের জন্য সহজতর। এরূপ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ শ্রেণিকক্ষের পরিমাপের অনুপাতে ছাত্রের আসন সংখ্যা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সেনাসদর প্রণীত নীতিমালা অনুসৃত হবে।

ধ। যদিও শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তকসমূহ সেনাসদর থেকে মনোনীত ও নির্বাচিত করা হয় তথাপি সকল পর্যায়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাঠ্যপুস্তকসমূহে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের দেশ, অঞ্চল, কৃষ্টি ও সামাজিকতা সম্পর্কে